সংবাদ

তারিখ ... 27 JUL 2009
পৃষ্ঠা ...

২০ বছরেও হয়নি চবি সিনেট নির্বাচন

ভিসি বললেন এ বছরই হবে

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ ২০ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্ষদ সিনেটের ২৫ রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন। দীর্ঘদিন ধরে সর্বোচ্চ এ পর্ষদটির বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচন না হওয়ায় পর্ষদটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহল রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষক এবং ছাত্র প্রতিনিধি এ ৩ ক্যাটাগরিতে দ্রুত নির্বাচন করার দাবি তুলেছেন। তবে উপাচার্য ড. আবু ইউসুফ জানিয়েছেন, এ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী এ পর্ষদের নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে।

জানা যায়, সর্বশেষ ১৯৮৬ সালের ২ নভেম্বর ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। যাদের মেয়াদ ৩ বছর পরেই শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে মেয়াদোত্তীর্ণ ওই ২৫ প্রতিনিধি সিনেটে এখনও প্রতিনিধিত্ব করছেন। ১৭ বছর পর ২০০৩ এবং ২০০৪ সালের তৎকালীন প্রশাসন দু'বার এ ক্যাটাগরিতে নির্বাচনের উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এর আগে ১৯৯৪-৯৫ সালে বিএনপি-জামায়াতের অধীনে ৮ হাজার প্রার্থীকে তৎকালীন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নিলে জটিলতা সৃষ্টি হয়। পরে দলীয়করণের অভিযোগে তা রুখে দেন প্রগতিশীল শিক্ষকরা।

একটু অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ৩৩ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে। ২০০১ সালে এ ক্যাটাগরিতে এ বছর মেয়াদে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। পরে ২০০৫ সালে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক এ কে এম নুরুন্নবী চৌধুরী নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিল। পরে প্রগতিশীল শিক্ষকরা

নির্বাচন: পৃ: ২ ক: ৭

নির্বাচন : চবি সিনেট

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ করেন দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের নির্বাচিত করতেই তিনি এ ঘোষণা দেন। পরে প্রগতিশীল শিক্ষকদের প্রবল বাধার মুখে এ নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত প্রশাসনের দলীয় বিবেচনায় দেড় শতাধিক শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে ১৮ বছর ধরে সিনেটে ৫ ছাত্র প্রতিনিধি নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন না হওয়ায় এ ক্যাটাগরিতে কোন প্রতিনিধি নেই। যার ফলে উপেক্ষিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবি।

এ ব্যাপারে সিনেট শিক্ষক প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচন না হওয়ায় সিনেট পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে দ্রুত নির্বাচন প্রয়োজন।

একই প্রসঙ্গে উপাচার্য আবু ইউসুফ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিক এবং গতিশীল রাখতে অবশ্যই নির্বাচন প্রয়োজন। চলতি বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট ও শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন এবং পরবর্তীতে চাকসু নির্বাচন করার উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেন।

সিনেটে মোট ৬ ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি রয়েছে। এ ৬ ক্যাটাগরির মধ্যে ৩টি ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি সরাসরি, সরকার, স্পিকার এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্বাচিত হয়। বাকি ৩টি ক্যাটাগরিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এ ৩টি ক্যাটাগরি হচ্ছে রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ছাত্র প্রতিনিধি।